মুজিবনগরে করোনা প্রতিরোধে উপজেলা প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত

মুজিবনগর উপজেলায় করোনা সংক্রমন বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা প্রশাসনের বিশেষ বিধিনিষেধ কার্যকর করতে বিধিনিষেধের তৃতীয় দিনেও দিন ব্যাপি কঠোর অভিযান পরিচালনা করছে উপজেলা প্রশাসন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুজিবনগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম বিভিন্ন গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালীন যারা সরকারী নির্দেশনা মানছে না তাদের মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নাজমুল আলম জানান, জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহস্প্রতিবার মেহেরপুর জেলায় করোনা প্রতিরোধে বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপের তৃতীয় দিন।

মুজিবনগর উপজেলায় প্রশাসনের দৃঢ় অবস্থানের কারণে বিকাল ছয়টার পর পুরো উপজেলায় দোকানপাট মোটামুটি বন্ধ থাকতে দেখা গেছে। তারপরও যেখানে খোলা ছিল সেখানে দোকানগুলি বন্ধ করা হয়েছে ও প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আনন্দবাস, বাগোয়ান,ভবেরপাড়া, সোনাপুর বাজার প্রভৃতি এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। এসময় দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারায় ৩ টি মামলায় ৫ জনকে মোট ২০০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। সার্বিক সহায়তা প্রদান করে মুজিবনগর থানা পুলিশ ফোর্স ও সার্টিফিকেট সহকারী মনিরুল ইসলাম।

আলমডাঙ্গার জেহালায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা

আলমডাঙ্গার জেহালা বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে ৩ ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য বিক্রির অভিযোগে হোটেল ব্যবসায়ী ও প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিধি না মানায় বস্ত্রালয়ে বৃহস্পতিবার বিকেলে ৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জানা গেছে,আলমডাঙ্গার সহকারী কমিশনার ভূমি হুমায়ন কবির বিকেলে জেহালা বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি ও পরিবেশন করার দায়ে মদন মোহন মিস্টান্ন ভান্ডারের মালিক উজ্জল অধিকারীকে ২ হাজার টাকা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য বিধি না মেনে খরিদ্দার নিয়ে বেচাকেনার সময় মায়ের দোয়া বস্ত্রালয়ের মালিক শিমুল হোসেনকে ৫শ’ টাকা ও একই অপরাধে আরেক ব্যবসায়ীকে ৫শ’ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালে উপস্থিত ছিলেন একদল পুলিশ ফোর্স।

আলমডাঙ্গায় স্ত্রীর যৌতুক মামলায় স্বামী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় যৌতুক মামলায় স্বামীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার থানার এসআই জামাল হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স তালুককররা গ্রাম থেকে আটক করে। আটকৃত ব্যাক্তি খাসকররা ইউনিয়নের তালুককররা গ্রামের খবির উদ্দিন মন্ডলের ছেলে লালন হোসেন (৩৫)।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ইউনিয়নের খেজুরতলা গ্রামের সানোয়ার হোসেনের মেয়ে রানু খাতুন (২২)। গত ৪ বছর পূর্বে

খাসকররা ইউনিয়নের তালুককররা গ্রামের খবির মন্ডলের ছেলে লালনের সাথে পারিবারিক ভাবে বিবাহ হয়। তাদের ৪ বছরের দাম্পত্য জিবনে ১ টি পুত্র সন্তান আছে। বিবাহের ১ বছর পর থেকেই লালন তার স্ত্রী রানুর নিকট ৩ লক্ষ টাকা যৌতুক হিসাবে আনতে শুরু করে নির্যাতন।

এমনাতবস্থায় রানুর সংসারের দিকে তাকিয়ে তার পিতা মাতা দেড় লক্ষ টাকার একটি মোটরসাইকেল ও ২ ভরি গহণা প্রদান করে। এছাড়াও গত ৮ জুন রানুকে তার বাবার বাড়ি থেকে ২ লক্ষ টাকা আনতে বলে।

সে টাকা আনতে পারবে না বলে জানালে তাকে আবারো নির্যাতন শুরু করে। গতকাল বৃহস্পতিবার রানু আলমডাঙ্গা থানায় যৌতুক মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় তালুককররা গ্রাম থেকে তার স্বামী লালনকে আটক করে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার লালনকে সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় চায়ের দোকানে জুয়ার আসর, আটক-৬

আলমডাঙ্গার শেখপাড়ায় অভিযান চালিয়ে ৬ জুয়াড়িকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার ভোর সাড়ে ৫ টার দিকে হাটবোয়ালিয়া ফাঁড়ি পুলিশ তাদের আটক করে। তাদের বিরুদ্ধে জুয়া আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের শেখপাড়া গ্রামের মৃত কাশেম আলির ছেলে গোলাম কিবরিয়া। সে দীর্ঘদিন গোপনে তার নিজের চায়ের দোকানে রাতের আধারে তাসের জুয়া খেলা করাতো। বুধবার রাতেও আবারো ওই চায়ের দোকানে তাসের জুয়া খেলা চলছিলো।

এ ঘটনায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া ফাঁড়ি পুলিশ চায়ের দোকানে অভিযান পরিচালনা করেন।

এসময় শেখপাড়া গ্রামের হারান আলির ছেলে নাজমুল, কাশেম আলির ছেলে মসলেম, মুন্নাফ আলির ছেলে রইচ উদ্দিন, রেজাউল করিমের ছেলে দুলাল, মৃত জিকির আলির ছেলে ফারুক হোসেন, মৃত কাশেম আলির ছেলে চা

দোকানদার গোলাম কিবরিয়াকে আটক করে পুলিশ।

ঘটনাস্থল থেকে নগত ৩’শ টাকা ও তাস উদ্ধার করে। তাদের বিরুদ্ধে হাটবোয়ালিয়া ফাঁড়ি পুলিশের এসআই মীর মেজবাহুর বাদি হয়ে জুয়া আইনে মামলা দায়ের করে। গতকাল বুধবার দুপুরে তাদের সংশ্লিষ্ট মামলায় জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গায় দিনদুপুরে ঘরের টিন কেটে ২লক্ষ টাকা চুরি

দিনদুপুরে নারিকেল গাছে উঠে ঘরের টিন কেটে ২লক্ষ টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর গ্রামে ঘটেছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনেতপুর গ্রামের মুসলিমা খাতুন। গত ৫ বছর পূর্বে তার স্বামী পানি পথে বিদেশে পাড়ি জমানোর পর থেকেই নিরুদ্দেশ। তিন ছেলের মধ্যে ২ ছেলে ঢাকায় কাজ করে। ছোট ছেলেকে সাথে নিয়ে

বুধবার সকাল ১১ টার দিকে মাঠে ছাগল রাখতে যায় মুসলিমা খাতুন। এ সুযোগে চোর মুসলিমার ঘরের পাশে থাকা নারিকেল গাছে উঠে ঘরের টিন কেটে প্রবেশ করে।

ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র ও কাপড় চোপড় এলোমেলো করে। বাক্সের তালা ভেঙে ভিতরে থাকা ২ লক্ষ টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। দুপুরে মুসলিমা বাড়িতে ফিরে ঘরের মধ্যে ঢুকেই চুরির ঘটনাটি দেখতে পায়।

এ ঘটনায় মুসলিমা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরী করেন।

এএসআই সৌমেনের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়ায় মামলা দায়ের

কুষ্টিয়ায় মা-ছেলেসহ ৩ জনকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় সহকারী উপ পরিদর্শক (এএসআই) সৌমেন কুমার রায়ের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

রবিবার রাতে নিহত শাকিল হোসেনের বাবা মেজবার রহমান কুষ্টিয়া মডেল থানায় এই মামলা দায়ের করেন। কুষ্টিয়া মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সাব্বিরুল ইসলাম জানান, ঐ ঘটনায় নিহত শাকিল হোসেনের বাবা মেজবার রহমান রোববার রাতে কুষ্টিয়া মডেল থানায় এই মামলা দায়ের করেছেন।

রোববার সকালে কুষ্টিয়ার কাস্টমস মোড় এলাকায় স্ত্রী আসমা খাতুন, ছেলে রবিন ও স্ত্রীর ‘কথিত প্রেমিক’ শাকিল হোসেনকে গুলি করে হত্যা করেন খুলনার ফুলতলা থানায় কর্মরত এএসআই সৌমেন রায়। এ হত্যাকাণ্ডে সৌমেন সরকারি অস্ত্র ও গুলি ব্যবহার করেছে বলেও সমকালকে নিশ্চিত করেছে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ।

এর আগে রোববার রাতে খুলনার ফুলতলা থানার সহকারী উপ পরিদর্শক (এএসআই) সৌমেন কুমার রায়কে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এছাড়া এ ঘটনা তদন্তে খুলনা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে ৩ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিকে ৩ দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে বলা হয়েছে।

এছাড়া খুলনা রেঞ্জ পুলিশের পক্ষ থেকে ৩ সদস্যের আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার খাইরুল ইসলাম জানান, সৌমেনকে অস্ত্র ও গুলিসহ আটক করা হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে বেশকিছু তথ্য দিয়েছে। পুলিশ সেগুলো যাচাইবাছাই করে দেখছে। পরকীয়ার জের ধরেই কুষ্টিয়ায় স্ত্রী আসমা খাতুন, ছেলে রবিন ও স্ত্রীর ‘কথিত প্রেমিক’ শাকিল হোসেনকে গুলি করে হত্যা করেছেন খুলনার ফুলতলা থানায় কর্মরত এএসআই সৌমেন রায়।

দর্শনা থানা পুলিশের অভিযানে গাঁজা সহ আটক ২

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪০০ গ্রাম গাঁজা সহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ জানায় রবিবার দুপুর ১ ঘটিকার সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা থানার ওসি মাহাব্বুর রহমান কাজলের নেতৃত্ব এসআই আহম্মেদ আলী বিশ্বাস, সঙ্গীয় অফিসার এএসআই মোঃ শাহিন আলম এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা থানাধীন চন্ডিপুর সাকিনাস্থ দর্শনা টু কুড়ুলগাছি রোডস্থ চন্ডিপুর খামারিপাড়ার কালাম এর চায়ের দোকানের সামনে পাকা উপর থেকে ৪০০ গ্রাম গাঁজা সহ ২ জনকে গ্রেফতার করে। আসামীরা হল মেহেরপুর মহিলা কলেজপাড়া এলাকার মৃত হারেজ শেখের ছেলে মোঃ রিপন (৩৫) ও বাসস্টান্ড পাড়ার মোঃ আশকার আলীর ছেলে মোঃ সোহেল (২১)। উভয়ই মেহেরপুর সদর থানা এলাকার বাসিন্দা ।

পুলিশ আরও জানায় আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং মাদক বিরোধী অভিযান চলমান থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় বিপুল পরিমাণের মাদকসহ আটক -১

চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা উপজেলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৭৯২ অ্যাম্পুল ভারতীয় বুপ্রেনরফিন ইনজেকশনসহ মাদক ব্যবসায়ী জয়নাল আবেদীনকে (৫০) গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঠালতলায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত জয়নাল আবেদীন একই উপজেলার স্টেশন পাড়ার মৃত আব্দুল মতিনের ছেলে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সুত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল সাড়ে ৭ টায় গোপণ সংবাদের ভিত্তিতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক শরিয়তউল্লাহের নেতৃত্বে পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ বিভাগীয় স্টাফরা জয়রামপুর কাঠালতলায় অভিযান চালায়।

এসময় ৭৯২ অ্যাম্পুল ভারতীয় বুপ্রেনরফিন ইনজেকশনসহ জয়নাল আবেদীনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় পালিয়ে যায় একই এলাকার কলম আলী মন্ডল। নিয়মিত মামলাসহ আসামী জয়নাল আবেদীনকে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় প্রেম প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মাদ্রাসা ছাত্রীকে অপহরণ! থানায় ধর্ষণের মামলা

আলমডাঙ্গার চরশ্রীরামপুর মাদ্রাসা ছাত্রী প্রেম প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় জোরপূর্বক অপহরণ করে আটকিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে।

শুক্রবার বিকেলে স্কুল ছাত্রীর মা এ অভিযোগ তুলে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা দায়ের করেন। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের চরশ্রীরামপুর গ্রামের হাফিজুর রহমানের ছেলে জহুরুল ইসলাম (২৫)।

গত কয়েক মাস পূর্বে একই গ্রামের সোহেল রানার মেয়ে মহিলা ক্যাডেট মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে বিভিন্ন সময় প্রেম নিবেদন করে আসছিলো। এ বিষয়ে মাদ্রাসা ছাত্রী তার প্রেম প্রস্তাবে রাজি না হয়ে বাড়ির লোকজনের নিকট জানায়। প

রে, ওই ছাত্রী পিতা-মাতা জহুরুলকে তার মেয়েকে বিরক্ত করতে নিষেধ করে। প্রেম প্রস্তাব মেনে না নেওয়ায় গত ২ জুন সকাল ১১ টার দিকে

মাদ্রাসা ছাত্রী আলমডাঙ্গায় আসার মুহুর্তে আসাননগর নতুন ব্রিজের নিকট পৌঁছালে মাইক্রোবাস যোগে জহুরুল সহ অজ্ঞাত ৪/৫ জন জোরপূর্বক অপহরণ করে। গত কয়েকদিন তাকে আটকিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

এ ঘটনায় গত কয়েকদিন পূর্বে তার মেয়েকে উদ্ধারে থানায় সাধারণ ডাইরি করেন। গতকাল শুক্রবার আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই মাদ্রাসা ছাত্রীকে উদ্ধার করে। আগামীকাল শনিবার চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ডাক্তারি পরিক্ষার জন্য পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

হরিণাকুণ্ডুতে পূর্ব শত্রুতার জেরে পুকুরে বিষ প্রয়োগ করে মাছ মারার অভিযোগ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়নের কালাপাড়িয়া গ্রামের বরকত আলী’র ছেলে আমিরুল ইসলামের বিবাধ পূর্ণ পুকুরে গত বুধবার রাতে বিষ প্রয়োগ করে মাছ মারার অভিযোগ উঠেছে। এই কৃষক কে নিয়ে অতীতেও এমন ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনায় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও কোনও সুফল মেলেনি, বলে তিনি জানান।

কায়িক পরিশ্রম করে সরল জীবন যাপনের স্বপ্ন দেখেন মন্টু কিন্তু কিছু মানুষরুপী হিংস্◌্র প্রাণীর থাবায় তার জীবন অতিষ্ট করে তুলেছে। তার কাছ থেকে জানা যায় জমি দখল, গাছের আম পেড়ে নেওয়া, জমির ঘাস কেটে নেওয়া, বিষ দিয়ে পুকুরে মাছ মারা সহ নানা ধরনের অত্যাচারের স্বীকার হতে হচ্ছে তাকে। এছাড়া অবৈধ আশ্রায়ন প্রক্লপে আশ্রয় নেওয়া হুমায়ন কবির, বাবর আলী, শরাফতসহ আরো অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, আমি এখন চরম আশংকার মধ্যে আছি ওরা আমার পুকুরের মাছ মেরে দিয়েছে এতে করে আমার ৫০হাজার টাকার বেশি ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

আমি প্রশাসনের কাছে এর সুষ্ঠু তদন্ত স্বাপেক্ষে এর বিচার চাই।

আবাসনের সভাপতি মনিরুদ্দিন বলেন, জমি যদি সরকারের হয় তাহলে সেটা আবাসনে দিয়ে দিক। আর যদি আইনি ভাবে মামলায় সে পেয়ে থাকে তাহলে সেটা তাকে দিয়ে দিক। তার দিয়ে এখানে ঝামেলা মুক্ত থাকুক। আমরা এর সুষ্ঠু সমাধোন চাই।

এদিকে চরপাড়া পুলিশ ফাড়ি ইনচার্জ সাংবাদিকদের জানান, বেশ কিছু মাছ মারা গেছে। ঘটনা শুনার পর-পরই আমি সেখানে আমার ফোর্স পাঠিয়েছিলাম ঘটনার সত্যতা যাচাই করে ব্যবস্থা নেব। এঘটনায় রঘুনাথপুর ইউনিয়নের ৩ ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য হাসেম আলী জানান, আমি দু’জনকেই অনুরোধ করি কিন্তু কেউই আমার কথা শোনেন না।

তিনি আরো বলেন, মাছ কিন্তু মরেছে, এখানে বিষ দেয়ার কোনও আলামত পাওয়া যায়নি। আমি চাই যে এই জমিটা নিয়ে গ্রামে যে গ্যাঞ্জাম চলছে তার সুষ্ঠু সমাধান হোক।